আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শহিদদের প্রতি ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা

MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র : ফেব্রুয়ারি ২০২০ : দাম-দশ টাকা

পাটশিল্পের অন্তিম যাত্রা : ফেরার পথ কী পৃষ্ঠা-৭

শ্রমিকের অধিকারসমূহ সংগ্রামের পথেই আদায় করতে হবে পৃষ্ঠা-৮

অধ্যাপক অজয় রায় বড় মাপের মানুষ ছিলেন পৃষ্ঠা-১১

Website : www.vanguardonline.info Party Website : www.spb.org.bd /Socialist-Party-of-Bangladesh

মধ্যপ্রাচ্যসহ দুনিয়াব্যাপী মার্কিন আগ্রসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মার্কিন রকেট হামলা এবং ইরানি সামরিক কমান্ডার কাসেম সোলেমানিসহ ১০ জন সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যার প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ৪ জানুয়ারি ২০২০ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জোটের সমন্বয়ক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ শাহ আলম, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, গণসংহতি আন্দোলনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূঁইয়া, ইউসিএলবি'র নজরুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহীদুল ইসলাম সবুজ ও আকবর খান।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব লংঘন করে মিথ্যা অভিযোগ এনে একের পর এক হামলা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে তেল সম্পদের উপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা প্রদানে ইসরাইলি ইহুদিবাদী আগ্রাসনে পৃষ্ঠপোষকতা দান ও সৌদি রাজতন্ত্রকে নিরাপদ রাখতে উগ্র ধর্মীয় সংগঠন আইএসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এই ঘৃণ্য বোমা হামলা চালিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নিজ দেশে ট্রাম্প যখন অভিসংশনের মুখে এবং আসন্ন নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হতে হুমকির সম্মুখীন, সেই সময় নিজের ক্ষমতাকে নিশ্চিত করতে হীন রাজনৈতিক স্বার্থেই এই হামলা চালিয়েছে। নেতৃবৃন্দ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এই হামলার প্রতিবাদ না জানানোয় সরকারের পররাষ্ট্র নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন।

নেতৃবৃন্দ প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ দুনিয়াব্যাপী মার্কিন আগ্রাসন ও দস্যুতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ প্রতিটি দেশের সংগ্রামী জনতাকে সোচ্চার প্রতিবাদের আহ্বান জানান।

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার জঘন্য দস্যুবৃত্তি আবারও উন্মোচিত

মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের আয়োজন সবার কাছে দৃশ্যমান হলেও এর অন্তরালে যে সম্পদ বিশেষ করে তেল সম্পদ লুণ্ঠন ও ভূরাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রধান তা এখন প্রকাশ্য। এই প্রকাশ্য যুদ্ধ দামামায় বলি হয়েছে ইরাক, ইরান, জ্বলছে সিরিয়া, ধ্বংস হয়েছে লিবিয়া, পদানত কুয়েত আর অনুগত সৌদি আরব। মুসলমানদের দেশ হয়েও ইয়েমেনকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করছে মার্কিন মদদপুষ্ট সৌদি আরব এটাও বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে। এবার ইরানকে ইরানকে হুমকি দিতে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখালো নির্ল ও জ্জ ।শনীদপ্র থনৃশংসতার যৌ

৩ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের এলিট ফোর্স–কুদস ফোর্সের প্রধান মেজর জেনারেল কাশেম সোলেইমানিকে বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হত্যা করা হয়। সিরিয়া থেকে বাগদাদের বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানাতে আসেন ইরাক মিলিশিয়া হাশদ-আশ-শাবির উপপ্রধান আবু মাহদি আল-মুহানদি। হামলায় ওই দুই কর্মকর্তাসহ ১০ জন নিহত হয়। কাতারে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড হেডকোয়াটার থেকে পাঠানো মনুষ্যবিহীন এমকিউ নাইন 'হান্টার কিলার' লেজার গাইডেড ড্রোন এই কর্মকর্তাদের বহনকারী গাড়িবহরে হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করে। অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের মতে এই ড্রোনের চলাফেরা প্রায় নিঃশব্দ যার অর্থ হামলার শিকার ব্যক্তিরা কিছু বুঝতে পারার আগেই আক্রান্ত হবে, প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ পাবে না।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কাশেম সোলেইমানিকে অনেকবার গুপ্তহত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলেও এবার ট্রাম্প সফল হয়েছে। এই সেনা কর্মকর্তার হত্যার পর পুরো মধ্যপ্রাচ্য অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছেউত্তাপ ছড়াচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকা পর্যন্ত। ইউরোপেও তার প্রভাব পড়েছে।

তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রচ্যের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে, বিরোধীদের নির্মূল করতে এবং অস্ত্র বিক্রির ব্যবসা বাড়াতে আমেরিকা দীর্ঘদিন যাবত এই অঞ্চলসহ বিশ্বব্যাপী নানা ধরণের অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত মার্কিন সাম্রাজকর্তৌর্নির্থঅ-তার যুদ্ধ দাব্য চাঙ্গা করতে যুদ্ধ উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি করছে। আর এই উদ্দেশ্যের উর্বর জমিন তৈরিতে সহায়তা করেছে দুর্নীতিগ্রস্ত উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলোর শাসকরা, যারা নিজ দেশের এবং জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে লুটপাটের সুযোগ করে দিয়ে তাদের আশ্রয়ে নিজেরা টিকে থাকার চেষ্টা করছে। এরা আমেরিকা থেকে বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনছে কিন্তু সাধারণ জনগণ এই ধরনের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছে। এর ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রচ্যের বেশ কিছু এলাকা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের পরিকল্পনা ছিলো মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সামরিক ঘাঁটির সুরক্ষা নিশ্চিত করা। শক্তিবৃদ্ধি জন্যে ইসরাইল নর্থেবর সমআবে দও সৌ অন্যান্য দেশের উপর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা। তারা এই অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে ধর্মীয় গোষ্ঠীকে কাজে লাগাচ্ছে। জঙ্গিবাদ চাঙ্গা করে তোলা, গোষ্ঠীগুলোকে উসকানি দেওয়া, গোপনে তাদের অর্থ-অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেয়াসহ নানা ধরনের সহযোগিতা দিয়ে আসছে। সাাম্রজ্যবাদী শক্তি একদিকে জঙ্গিগোষ্ঠী তৈরি করছে, তাদের মদদ দিচ্ছে অন্যদিকে জঙ্গি দমনের নামে সামরিক ঘাঁটি করছে, সেখান থেকে পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে। তাদের আজ্ঞাবাহি না হলে রাষ্ট্র প্রধানদের অপসারণ-হত্যা করছে, তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করছে এবং অভিযুক্ত করে নিজেই বিচারক হয়ে সাজা দিচ্ছে।

২০১৮ সালের ৪ মে ইরানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক কর্মসূচি বা জেসিপিও-এ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এরপরই যুক্তরাষ্ট্র আবারও নতুন করে ইরানের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে এবং অন্যদেরও এ অবরোধে শামিল হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। ইরানের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে। কোনো তথ্যপ্রমাণ ও তদন্ত প্রতিবেদন ছাড়াই ইরানকে পারমাণবিক কর্মসূচি চুক্তি ভাঙার দায়ে দোষারোপ করা হয়েছে। ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য রয়েছে এমন ইউরোপীয় বাণিজির বাণিদরাষ্ট্রের সঙ্গে তাক্তেকরণ ও যুক্তুভাকলাতি ালাকে কালেগুনোষ্ঠতপি ক্যজ।ছচ্যে য়দেহুমকি িরিারক হ্নব য

চলতি বছরের শুরুতে বাগদাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল চলাকালীন ইরাকি মিলিশিয়া মার্কিন দূতাবাস এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই এই ঘটনার পিছনে ইরানের ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে প্রচার করতে থাকে এবং ঘোষণা করেন, এর জন্য ইরানকে শাস্তি দেওয়া হবে, এই হুমকি সে দীর্ঘদিন ধরেই দিয়ে চলেছে কারণ ইরান মার্কিন নির্দেশের কাছে মাথা নত করছে না।

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নজির হিসেবে আমরা দেখি তার নিজ দেশের বাইরে আট শ'র অধিক সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতার, সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানে আমেরিকা ২১টির অধিক সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এর মধ্যে শুধু কুয়েতেই রয়েছে ছয়টি ঘাঁটি। এছাড়া অধিকৃত ফিলিস্তিন অর্থাৎ ইসরাইলেও আমেরিকার ছয়টি ঘাঁটি রয়েছে। এই ঘাঁটিগুলোতে তারা মজুদ রেখেছে বিশাল অস্ত্রের ভাণ্ডার এবং এইসব দেশে আমেরিকা কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। যে কারণে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার অস্ত্র বিক্রি ক্রমাগত বাড়াচ্ছে। ২০১৯ সালে

ট্রাম্প কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে সৌদি আরবের কাছে আট শ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত ও জর্ডানের কাছেও প্রচুর অস্ত্র বিক্রি করেছে। যে কারণে আমরা দেখি অস্ত্র বিক্রিতে আমেরিকা বিশ্ববাজারে ৩৩ শতাংশ দখল করে আছে।

যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ২০০৩ সালের মার্চে ইরাকে গণবিধ্বংসী রাসায়নিক অস্ত্র মজুতের মিথ্যা অজুহাতে অনৈতিক ও অযাচিত বর্বোরোচিত হামলা চালিয়ে লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। প্রহসনের বিচার সাজিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে হত্যা করে। এর আগে ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকার নেতৃত্বে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ইরাক আক্রমণ করে। তখন থেকে জাতিসংঘ ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। যার ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী ইরাকে বিপর্যয় নেমে আসে। একইভাবে ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে হত্যা করে। ২০০১ সালে ইসলামি উগ্র জঙ্গিবাদ আফগানিস্তান শাসন করছে ও ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছে—এই অভিযোগ তুলে সেখানে সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার নামে সামরিক অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে। তাদের জীবন থেকে শান্তি কেড়ে নিয়েছে, ব্যাপক পরিমাণ সম্পদের ক্ষতিসাধন করেছে। পুরো দেশটাকে যুদ্ধবিধস্ত জনপদে পরিণত করেছে।

ইরানকে বাগে আনতে না পেরে আমেরিকা প্রায় ৪০ বছর ধরে সেখানে নানা মাত্রায় অর্থনৈতিক অবরোধ জারি রেখেছে। যার কারণে ইরানের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি বছরগুলোতে আমেরিকা সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব নষ্ট করতে চেয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদকে উৎখাত করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে; ইরাককে দখল করে রাখতে চেয়েছিল—ইসরায়েল এবং সৌদি আরবের উপর ভর করে ইয়েমেন, লেবানন পদানত করতে চেষ্টা চালাচ্ছে। মার্কিন আধিপত্যের এই সব পরিকল্পনা বানচাল করার ক্ষেত্রে জেনারেল সোলাইমানির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিনীদের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থপ্রতিষ্ঠার পতিনি ছিলেন পথের কাঁটার মতো।

কাশেম সোলেইমানিকে হত্যা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরির প্রতিবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ হয়েছে। খোদ আমেরিকার ৩৪টি প্রদেশের ৮০টি শহরে জনগণ দাবি তুলছে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জাতিসংঘে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরাকি পার্লামেন্ট। ইরাকের পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে আইন পাশ হয় ইরাক থেকে মার্কিন সেনাদের সরে যেতে হবে। এই নাকাল পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন হুমকি দিচ্ছে যে, যদি মার্কিন সেনাদের ইরাক থেকে চলে যেতে বলা হয় তবে সে ইরাকে এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করবে যা তারা আগে কখনও দেখেনি। এবং ইরাকে তার সামরিক অভিযানের জন্য ও বিমান ঘাঁটি তৈরির জন্য যে বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে সে অর্থ ফেরত দিতে হবে।

মার্কিনী বলয়ের বাইরে মধ্যপ্রাচ্যে কোন দেশ মাথা উঁচু করে থাকতে চাইলে তার মাথা গুড়িয়ে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় তারা। ইরান তার দেশে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে এটা সত্য কিন্তু সে ব্যাপারে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার ,দা বলে তেল সম্পথমুখে গণতন্ত্রের ক ।শকে গণতন্ত্র শেখাবারদধকার নেই কোন রে কোন অদিমার্কিনী। ।অধিকার ইরানের জনগণের হরমুজ প্রনালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়া, মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমেরিকার তৎপরতা দিনের আলোরমতো স্পষ্ট। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হয়ে উঠেছে।